গাংনীতে দুই সুদ কারবারীর নামে মামলা

মেহেরপুরে গাংনী শহরের উত্তরপাড়ায় অভিযান চালিয়ে দুই সুদ কারবারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এসময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৩২০ টি বিভিন্ন ব্যাংকের ব্লাঙ্ক চেক, ৬৬৯টি ননজুডিশিয়াল সাদা স্ট্যাম্প, ১৩টি টালি খাতা ও ৫টি মোটরসাইকেল। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম এ অভিযান চালায়। এসময় আনিছুর রহমান নামের অপর সুদ কারবারী পালিয়ে যায়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হচ্ছে- উত্তরপাড়ার হাজী ছমির উদ্দীনের ছেলে হানিফ(৪৫) ও মৃত ইউনুস আলীর ছেলে আনারুল ইসলাম(৫৫)। রোববার দুপুরে দুজনকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আনিছুর রহমান নামের অপর সুদ কারবারীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক রবিবার বেলা ১১টার সময় এক প্রেস ব্রিফিং করে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, বিপদে পড়া মানুষ তাদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সুদের জালে আটকে যায়। টাকা নেওয়ার সময় ব্লাঙ্ক চেক ও সাদা স্ট্যাম্পে সই করে নেওয়া হয়। টাকা দেওয়ার পর থেকে সুদ ব্যবসায়ীদের জুলুমের শিকার হন অনেকে। চড়া সুদের অর্থ আদায় করতে অনেকের নামে চেক ডিজঅনার মামলা করে ফাঁসিয়েছে গ্রেফতারকৃত সুদ ব্যবসাযীরা। অনেকেই ভিটে মাটি বিক্রি করে এলাকা ছেড়েছেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক প্রেস ব্রিফিং করে জানান, জনৈক মনিরুল ইসলাম তার ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জিম্মা রেখে সুদ কারবারী হানিফের কাছ থেকে একলাখ টাকা গ্রহণ করেন। ওই টাকা সুদাসলে দুই লাখ ২০ হাজার টাকা হয়। হানিফ টাকা পেতে দেরী হওয়ায় মোটরসাইকেলটি বিক্রি করে দেয়।

এ ব্যাপারে মনিরুল ইসলাম গাংনী থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ হানিফ আনারুলের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় সুদ কারবারে ব্যবহৃত টালিখাতা, স্ট্যাম্প , চেক ও একটি স্বর্ণের চেইন উদ্ধার করা হয়। টের পেয়ে পালিয়ে যায় অপর সুদ কারবারী আনিছুর রহমান।

তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানার এসআই মাসুদুর রহমান বাদী হয়ে পেনাল

কোড- ৩৪/৪০৬/৪২০/৪২২/৪২৩/৪২৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন যার নং- ১৪/২৩ তাং- ১২-০৩-২৩ ইং। এ মামলায় তাদেরকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলেও জানান ওসি।

সুদের টাকায় আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ; অবশেষে গাংনী পুলিশের জালে দুই সুদ ব্যবসায়ী

মেহরেপুরে গাংনী উত্তরপাড়ায় গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আলোচিত ও টাকার ব্যাংক খ্যাত দুই সুদ কারবারি আবু হানিফ (৪০) ও আনারুল ইসলামকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সুদ ব্যবসায়ী আনারুল ইসলাম গাংনির উত্তর পাড়ার মৃত ইউনুস আলীর ছেলে ও আবু হানিফ একই পাড়ার ছমিরুদ্দীনের ছেলে। এসময় আরও এক সুদ কারবারী পালিয়ে যায়। পুলিশ তাকে আটকের চেস্টা করছে।
শনিবার সন্ধা সাড়ে ৭ টার দিকে গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে অভিধান পরিচালিত হয়। সুদ ব্যবসায়ী আবু হানিফের ছয়তলা বিশিষ্ট বাড়িতে আধা ঘন্টা যাবত তল্লাশী চালায় পুলিশ। সুদ কারবারের কাজে ব্যবহৃত ব্লাঙ্ক চেক, সাদা স্ট্যাম্প ও ৫টি মোটর সাইকেল জব্দ করেছে পুলিশ। এসব ব্ল্যাংক চেক ও স্ট্যাম্প জিম্মা রেখে অবৈধভাবে সুদ ব্যবসার মাধ্যমে হাজারো মানুষকে পথে বসিয়েছে এসব সুদ ব্যবসায়ীরা। এমন অভিযোগে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় অভিযান পরিচালনাকারি পুলিশের টিম।
এদিকে গাংনীর আলোচিত দুই সুদ ব্যবসায়ীর বাড়িতে পুলিশের অভিযানের বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে শত শত উৎসব জনতা আবু হানিফের ছয়তলা বাড়ির নিচে ভিড় জমাই এবং এই সুদ ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি করেন। একই সাথে উপস্থিত জনতা গাংনী থানা পুলিশের এই অভিযানকে স্বাগত জানান এবং শুধু গাংনী শহর নয়,বিভিন্ন গ্রামেও সমবায় সমিতির কথিত রেজিস্ট্রেশন নিয়ে যারা দেদারছে সুদ ব্যবসা চালিয় আসছে তাদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গাংনী থানা পুলিশের অভিযান অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানান।
স্থানীয়রা জানান, সুদ কারবারী অবু হানিফ একসময় ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। সে সময় আর্থিক দৈন্যতার মধ্যদিয়ে চলতো আবু হানিফের সংসার। পরে জড়িয়ে পড়ে সুদ কারবারীর সাথে। সুদের টাকায়

এখন সে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ বনে গেছেন। তার সুদের খপ্পরে পড়ে কয়েক হাজার পরিবার নিঃস্ব হলেও আবু হানিফ ও আনারুল গড়েছেন টাকার পাহাড়। সুদ ব্যবসা করে আবু হানিফ নির্মাণ করেছেন গাংনীতে ছয় তলা বাড়ি। এলাকাবাসী তাকে উত্তরা ব্যাংক নামে চেনে ও জানে। শুধু আনারুল ইসলাম ও আবু হানিফ নয়, গাংনী শহরের অনেক নামিদামি প্রভাবশালী ব্যক্তিও সুদ ব্যবসার সাথে জড়িত বলে জনান স্থানীয়রা।
গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিপদে পড়া মানুষ তাদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে সুদের জালে আটকে যায়। টাকা নেওয়ার সময় ব্লাঙ্ক চেক ও সাদা স্ট্যাম্পে সই করে নেওয়া হয়। টাকা দেওয়ার পর থেকে সুদ ব্যবসায়ীদের জুলুমের শিকার হন অনেকে। চড়া সুদের অর্থ আদায় করতে অনেকের নামে চেক ডিজঅনার মামলা করে ফাঁসিয়েছে গ্রেফতারকৃত সুদ ব্যবসাযীরা। সুদের জালে আটকিয়ে অনেক পরিবার আজ এলাকাছাড়া হয়ে বিভিন্ন শহরে পালিয়ে মানবতার জীবন যাপন করছে। অনেক পরিবার তাদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে সুদের টাকা পরিশোধ করে ওরে হায় পাইনি। অবশেষে ভুক্তভোগী পরিবারগুলির নামে মিথ্যা চেক বিজয়ার মামলা করে হয়রানি করছে। সুদ ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়া নিঃস্ব
ভুক্তভোগীদের এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের নামে মামলা দায়ের পুর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে বলেও জানান ওসি।

গাংনীর সাহারবাটিতে অগ্নীকান্ড আসবাবপত্র ও নগদ টাকা পুড়ে ছাই

গাংনীর সাহারবাটির বালির মাঠপাড়ায় বৈদ্যতিক শর্ট সার্কিটে সৃষ্ট অগ্নীকান্ডে আবদুর রাজ্জাক নামের এক কৃষকের বসতবাড়ি, আসবাবপত্র,নগদ টাকা পুড়ে গেছে। অগ্নীদগ্ধ হয়ে মারা গেছে দু’টি ছাগল। একটি গরু অগ্নীদগ্ধ হয়েছে । অগ্নীকান্ডে ওই কৃষকের নগদ টাকাসহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

শনিবার ভোর রাতে এই অগ্নীকান্ডের ঘটনা ঘটে। আব্দুর রাজ্জাক জানান, শনিবার ভোর রাতে হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখে প্রতিবেশিরা চিৎকার দেয়। আমি উঠে দেখি আমার বাড়িতেই অগুন জ্বলছে। আমি চিৎকার দিলে প্রতিবেশিরা ছ’টে আসে এবং পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার

চেষ্টা করে।

এসময় বামুন্দি ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনা স্থলে পৌছানোর আগেই ঘরে থাকা সমিতির ঋণ নেয়া নগদ ৩০ হাজার টাকা,আসবাপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এসময় দুটি বড় খাসি ছাগল পুড়ে মারা গেছে ও একটি গরু অগ্নীদগ্ধ হয়েছে। গরুটির অবস্থাও আশংকা জনক। এতে তার প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন ওই কৃষক।

গাংনীর আমতৈল থেকে গাঁজাসহ আটক ১

মেহেরপুরের গাংনীতে ৯২৫ গ্রাম গাঁজাসহ সাদ আহাম্মেদ(৫০) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে তাকে আটক করে।আটককৃত সাদ আহম্মেদ গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামের মৃত রায়হান উদ্দিন ছেলে।

গাংনী র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) কামান্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম ফারুক জানান, মাদক নিয়ে অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) টিম অভিযান চালিয়ে আমতৈল গ্রামের গোরস্থান পাড়া এলাকা থেকে সাদ আহম্মেদ কে আটক করে।

এসময় তার কাছে থেকে ৯২৫ গ্রাম গাঁজা, মাদক বিক্রির নয়শ টাকা ও একটি বাটন মোবাইল উদ্ধার করে। তিনি আরো জানান,আটককৃত সাদ আহম্মেদকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা পূর্বক গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে।”ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ও জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন” প্রতিপাদ্যে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়।

এ উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে বুধবার সকাল ১০টার দিকে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনী খাতুনের সভাপতিত্বে ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষক নার্গিস সুলতানার সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাছিমা খাতুন। বক্তব্য রাখেন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) নাদির হোসের শামিম, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম, আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু। এসময় বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষনার্থীসহ সুবিধাভোগী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর মহম্মদপুরে নদী পাড়ের মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর চর গোয়ালগ্রাম পশ্চিমপাড়া মাথাভাঙ্গা নদী পাড়ের মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছে স্থানীয় রিয়াজউদ্দীনের ছেলে বাবুল ও রবিউল ইসলাম। কয়েকদিন ধরে স্থানীয় ওই দুই ব্যাক্তি নদী পাড়ের জমির মালিকানা দাবী করে মাটি বিক্রি শুরু করেছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ট্রলি ভর্তি মাটি বহন করায় এলকাবাসিসহ পথচারিরাও বিপাকে পড়েছেন। মাটি বিক্রেতা জানিয়েছেন নদীর পাড় হলেও জমির মালিকানা আমাদের। তবে কত টুকু জমির

মালিাকানা রয়েছে তার পরিমাপ জানেনা তিনি। উপজেলা প্রশাসন বলছেন দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ১০/১২ জন মাটি কাটা শ্রমিক ডালি কোদাল নিয়ে নদী পাড়ের মাটি কেটে ট্রলি বোঝায় কাজে ব্যস্ত রযেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে একে একে সটকে পড়েন তারা । একজন শ্রমিক জানান এই মাটি বাবুল ও রবিউল কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছেন। আমরা তাদের শ্রমিক। পরে বাবুলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কথা না বলে চলে যান। ছুটে আসেন রবিউল ইসলাম। তিনি জানান এটা আমাদের জমি, আমরা কাটছি। পরে তাদের জমির পরিমাণ জানতে চাইলে তিনি জানান,আমি জমির পরিমাপ জানিনা। পরে তার এক চাচাকে মোবাইল করে জমির পরিমাপ জানতে চাইলে তিনিও সঠিক তথ্য জানেনা বলে জানান। রবিউল আরও জানান, নদীর পাড়া কেটে আবাদের জন্য প্রস্তত করা হচ্ছে। মাটি কোথায় রাখছেন এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান,স্থানীয় ইটভাটায় বিক্রি করা হচ্ছে।

প্রায় এক বিঘারও বেশি জমি কেটে ইতোমধ্যে বিক্রি করা হয়েছে। এখনও চলছে নদীর পাড় কেটে মাটি বিক্রির উৎসব। দ্রত ব্যবস্থা না নেয়া হলে নদীর পাড় ভাঙ্গন শুরু হবে।

স্থানীয় মটমুড়া ইউনিয়ন ভুমি অফিসের তহশিলদার বদরুন্নাহার জানান, বিষয়টি আমি জেনে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। যারা মাটি কেটেছে তাদের সাথে কথা হয়েছে। তারা জমির মালিকানা দাবী করেছেন। আমি সরকারি সার্ভিয়ার দিয়ে জমি মেপে দেখবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, প্রাথমিক ভাবে তহশিলদারকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মাটি কাটতে নিষেধ করা হয়েছে। জমিটি তাদের বরে দাবী করেছে রবিউল ও বাবুল। জমি জরিপের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ও

সরকারের উন্নয়ন প্রচারে শোভাযাত্রা

মেহেরপুরের গাংনীতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ও ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন এবং জাতিয় শিশু দিবস উদযাপন ও সরকারের উন্নয়ন প্রচারনা মুলক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে উপজেলা সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম ও জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিবের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা গাংনী শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শোভাযাত্রাটি গাংনী উপজেলা চত্বর থেকে বের হয়ে সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী। জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল,উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, উপজেলা কৃষক লীগের সহ সভাপতি মাহামুদ হাসিবসহ উপজেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মি সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় সরকারের নানা উন্নয়ন তুলে ধলে শ্লোগান দেন শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহনকারিরা।

গাংনীর করমদি দারুসসুন্নাত নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপারের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি দারুসসুন্নাত নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার ক্ষতি করার অপচেষ্টা ও সুপারের মান ক্ষুন্ন করার প্রতিবাদে স◌ংবাদ সম্মেলন করেছেন মাদ্রাসার সুপার আবু জাফর।

সোমবার সকাল ১১ টা্রদিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে মাদ্রসার সুপার আবু জাফর বলেন, আমি করমদি দারুস্সুন্নাত নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসায় বিগত ১৯৯৪ সাল থেকে অদ্যবধি সুনামের সহিত সুপার পদে দায়িত্বপালন করে আসছি। মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি কুচক্রী মহল মাদ্রাসা ও বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিরোধী মত ও পথের অনুসারী আমার সুনাম নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। কিছুদিন পূর্বে মাদ্রাসায় এসেম্বলী চলাকালীন সময় নবম শ্রেনীর কয়েজন অমনোযোগী ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের শাষন করার কারনে তারা আমার উপর ক্ষুব্ধ হয় এবং কুচক্রীমহলের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে আমার প্রতিষ্ঠানের নবম শ্রেনীর কিছু শিক্ষার্থী গত ২ মার্চ সন্ধ্যার সময় ভিডিও প্রসঙ্গে জানতে পারি। উক্ত তারিখে আমার মাদ্রাসার কাজ শেষে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের নিকটে যায় এবং উক্ত সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভিডিও বিষয়ে আমার কোন জানা নাই। গত ৫ মার্চ রবিবার সকালে মাদ্রাসায় গেলে তালাবদ্ধ দেখতে পাই। বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু উচ্ছংখল ছাত্র এবং বহিরাগত ষড়যস্তমুলকভাবে মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে মাদ্রাসায় প্রবেশ করতে বাঁধা দেয়। আমি মাদ্রাসার নিরাপত্তার জন্য বামন্দি ক্যাম্পের ইনচার্জ এবং গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করি। নির্বাহী অফিসার নিরাপত্তার স্বার্থে প্রশাসনকে অবগত করলে গাংনী থানার পুলিশ মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়। কুচক্রীমহলদের ওই ভিডিওগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে কারও ইন্ধনে কোন বিশেষ মহলের প্ররোচনায় ভিডিওগুলি ধারন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গত বছরের ১৫ ই আগষ্ট পালন উপলক্ষে ওই বছরের ২ আগস্ট মাদ্রাসায় ব্যানার টানালে কিছু চক্রীমহলের ইন্ধনে ওই ব্যানারটি পরদিন ৩ আগস্ট কেটে ফেললে আমি তৎকালীন ইউএনও স্যারকে অবগত করি এবং গাংনী থানায় একটি জিডি করি। যার নং ১৫৪, তাং ৪/৮/২১ ইং। কিন্তু অদ্যবধি ওই কুচক্রীমহল আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত অব্যাহত রেখেছে। এমতাবস্থায় আমাকে মাদ্রাসায় যেতে বাধাপ্রদান ও হুমকি দিচ্ছে। আমি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিরাপত্তা চাই।

সংবাদ সম্মেলন◌ে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, আমাদের অর্থনীতি প্রতিনিধি মাসুদ রানা, মাইটিভি প্রতিনিধি মাসুদ রানাসহ ক্লাবের সদস্যরা অংশ নেন।

গাংনীর ভ্রমরদহ থেকে ফেন্সিডিলসহ যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভ্রমরদহ স্কুলপাড়ার আজিজুলের বাড়ির পূর্ব পাশে করমদিগামী পাকা রাস্তায় অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ফেন্সিডিল, একটি মোবাইল ও নগদ ৩ হাজার টাকাসহ রুবেল হোসেন (২৩) নামের এক যুবককে আটক করেছে র্যাব।

আজ রবিবার বিকাল পৌনে ৩টার দিকে মেহেরপুর র্যাব ক্যাম্পের কমাণ্ডার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার মো. গোলাম ফারুকের ননেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। আটক রুবেল হোসেন গাংনী উপজেলার সহরাতলা বাগানপাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে।

র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পািরেএকজন ব্যক্তি ভ্রমরদহ সস্কুলের পাশে মাদক বিক্রির জন্য অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে তল্লাশি করে তার কাছে থেকে ২০ বোতল ফেন্সিডিল, একটি অপ্পো মোবাইল ফোন ও নগদ ৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। পরে তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগে মাদ্রাসা সুপার অবরুদ্ধ

মেহেরপুরের গাংনীর করমদী দারুচ্ছুন্নাহ নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসা সুপার আবু জাফরের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ

উঠেছে।

রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন ও অভিভাবকগন সুপারের গ্রেপ্তার, বহিষ্কার ও বিচারের দাবীতে মাদ্রাসা ঘোরাও করে সুপারকে একটি রুমে অবরুদ্ধ করে।

সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ সুপারকে অবরুদ্ধ কক্ষের তালা ভেঙ্গে উদ্ধার করে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, সব মিথ্যা ও সাজানো নাটক, তাকে অপসারণের জন্য স্থানীয় লোকজন পরিকল্পিতভাবে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে দাবী করেছেন মাদ্রাসা সুপার আবু জাফর।

স্থানীয় লোকজন ও অভিভাবকরা জানান, গত বৃহষ্পতিবার মাদ্রাসা সুপার আবু জাফর নবম শ্রেণির এক ছাত্রীক তার রুমে ডেকে নেয় এবং স্পর্শকাতর স্থানে হাত দেয়। বিষয়টি ওই ছাত্রী তার সহপাঠি ও অভিভাবকদের জানালে সকলেই ফুঁসে উঠে। তারা রবিবার সকালে মাদ্রাসা ঘেরাও করে এবং সুপার আবু জাফরকে একটি কক্ষে তালা বদ্ধ করে রাখে। তারা অধ্যক্ষকে বহিষ্কার গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবী তোলেন। খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে তালাভেঙ্গে মাদ্রাসা সুপারকে উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়।

শিক্ষার্থীরা জানায়, দির্ঘদিন যাবত মাদ্রাসা সুপার আবু জাফর তাদের কাছে মোবাইল ফোন নম্বর চান এবং গোপন কথা বলে কু প্রস্তাব দেন। মান সম্মানের ভয়ে কেউ মুখ খোলে না। গত বৃহষ্পতিবার নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে নিজ রুমে ডেকে নিয়ে শ্লীলতাহানী করে। সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়া পর্যন্ত তারা মাদ্রাসাতে আসবেন না বলেও জানান।

করমদি গ্রামের সাইদুর রহমান জানান, সুপার আবু জাফর চরিত্রহীন। সে ছাত্রীদের কাছে গোপন কথা বলার জন্য মোবাইল নম্বর চান এবং কুপ্রস্তাব দেন। ইতোপুর্বে এক ছাত্রীর শ্লীলতা হানীর অভিযোগে তাকে সতর্কমুলক শাস্তি দেয়া হয় ।

করমদি গ্রামের সাবেক মেম্বর সিরাজুল ইসলাম জানান, ঘটনার শিকার ওই ছাত্রীর অভিভাবকের মোবাইল ফোনের সংবাদ পান। ছাত্রির ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা শোনার পর অন্যান্য অভিভাবকদের জানানো হয়। পরে মাদ্রাসাতে আসলে সুপার আবু জাফর ঘটনাটি অস্বীকার করেন। এতে